২৭

তারিখ 13 DEC 1998
পৃঃ ৪ কলাম ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

ক্লাস চলিবে ৯টা-৫টা

গত ৩০-১১-৯৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'ক্লাস চলিবে ৯টা-৫টা' শীর্ষক প্রতিবেদনে লিখিত "কলেজ পালানো শিক্ষকদের তালিকা তৈরীর নির্দেশ" যদিও নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের অনুভূতিতে আঘাত হানে, হাল আমলে মফস্বল অঞ্চলের কিছু ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির অসৎ শিক্ষকের আচরণ ইহার জন্য দায়ী। কলেজে সকল শিক্ষক প্রতিদিন সম্পূর্ণ কলেজ কর্ম সময় কলেজে উপস্থিত থাকেন না এবং তাঁহার ব্যক্তিগত রুটিনের বাহিরে কলেজে উপস্থিত থাকার প্রয়োজনও পড়ে না। অতএব রুটিন অনুযায়ী ক্লাস নিবার পর কলেজ চলাকালীন কোনও কলেজ শিক্ষকের কলেজ ত্যাগ করার বিষয়টিকে ঢালাওভাবে "কলেজ পালানো" শিক্ষক আখ্যা দেওয়া রীতিমত সম্মানহানিকর। সরকারী কলেজে প্রত্যেক শিক্ষকের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখেন অধ্যক্ষ। কোন শিক্ষক কলেজের কোনরকম দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিলে অধ্যক্ষ বিরূপ মন্তব্য করেন প্রতিবেদনে এবং তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জবাবদিহি করিতে হয়। জবাব সন্তোষজনক না হইলে পদোন্নতিতে বিঘ্ন ঘটে এবং অনেক সময় বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া অথবা বদলী করা হয়। এই তালিকা তৈরীর বিষয়টি মফস্বল অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ কলেজের কিছু কিছু শিক্ষকের বেলায় প্রযোজ্য হইলেও "পালানো" শব্দটির পরিবর্তে "ক্লাস গ্রহণে অবহেলাকারী শিক্ষকদের" তালিকা বলাই সঙ্গত।

এইসব তালিকা তৈয়ার অথবা সকাল ৯টা হইতে ৫টা পর্যন্ত কলেজে ক্লাস চালু করিলে নকল বন্ধ হইয়া যাইবে বা শিক্ষার মান উন্নত হইবে এ ধারণা এখানকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে উদ্ভট। আমি সরকারী কলেজে প্রভাষক পদ হইতে অধ্যক্ষ পদে ত্রিশ বছর চাকুরী করিয়াছি, অবশ্য মাঝে প্রেষণে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে সাড়ে তিন বছর কলেজ পরিদর্শকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আমি বহু কলেজে আকস্মিকভাবে এবং অনেক কলেজকে সময়সূচী অবহিত করিয়া পরিদর্শনে গিয়াছি। পাবলিক পরীক্ষা চলাকালে কলেজ আকস্মিক পরিদর্শনে নকলের মহোৎসব দেখিয়া আমার যে তিক্ত এবং পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে সুস্পষ্টভাবে জানাইতে চাহি যে, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটসর্বস্ব বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতিতে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রতিকার ও প্রতিরোধ বলিতে গেলে অসম্ভব। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্নাতক পরীক্ষা চলিতেছে থানা লেভেলের এমনকি অনেক নূতন জেলা শহরের (দু-একটি ব্যতিক্রম) কেন্দ্রে প্রায় সর্বত্রই নকলের কমবেশী ছড়াছড়ি। কেবল পুরাতন জেলা বা বিভাগীয় শহরের সরকারী কলেজগুলিতে পাবলিক পরীক্ষার রীতিনীতি অনুসৃত হয়। আমাদের দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকগণ পাবলিক পরীক্ষায় নকলের বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করেন, যেগুলি সম্পূর্ণ সঠিক। আমার বাস্তব তিক্ত অভিজ্ঞতা, সময়ের ক্রমধারায় মফস্বল অঞ্চলে লেখাপড়ার চলন একরকম নাই বলিলেই চলে। ঐসব অঞ্চলে পরীক্ষার্থীর ভাই-বোনরা, বন্ধু-বান্ধবরা ও পাড়া-প্রতিবেশীরা পাবলিক পরীক্ষায় যে পথ অনুসরণ করিয়াছে, সেও তাহাই করিতেছে। মানা হয় না নীতিবান শিক্ষকবৃন্দের বা সচেতন সমাজের কোন অনুশাসন।

পুরাতন জেলা শহরের ঐতিহ্যবাহী সরকারী কলেজের প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের ক্লাসসমূহে ষষ্ঠ পিরিয়ডের পর দ্বিতীয় বর্ষে ১০%-এর এবং বেশী ছাত্র উপস্থিত থাকে না। শিক্ষক ক্লাস হইতে ফিরিয়া আক্ষেপ করেন বৃথা পরিশ্রমের জন্য। দশম ঘন্টা পর্যন্ত রুটিন করিয়া কি ছাত্রদের ক্লাশে ধরিয়া রাখা যাইবে? শিক্ষা বোর্ডের বিধি অনুযায়ী ছাত্রদের শতকরা হাজিরার নির্দেশ আমার জানামতে সম্পূর্ণ বাংলাদেশে মাত্র ৩ কিংবা ৪টি কলেজে অনুসরণ করা হয়, বাকিগুলি কেন পারে না তাহা মহা ইতিহাস। তবুও আশার আলো শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্ররা বিশেষত অভিভাবকবৃন্দ সচেতন, তাই তাঁহাদের সন্তান বা পোষ্যগণের লেখাপড়ার ঘাটতি কাটাইয়া উঠার চেষ্টা তাঁহারা করেন প্রাইভেট টিউশানি বা কোচিং-এর মাধ্যমে। তাঁহারা বোঝেন প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নাই। কিন্তু মফস্বলের প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীর বা অভিভাবকবৃন্দের এই চেতনার অভাব, তাঁহারা চান বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা সনদ। তাই সেসব অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যত ভাল শিক্ষকই থাকেন না কেন ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী হাজির থাকে না। প্রথম হইতেই তাহাদের মনে লালিত হয় নকলের নেশা। তাই কী প্রয়োজন ক্লাসে উপস্থিত থাকার বা থাকিলেও শিক্ষকের বক্তৃতা মনোযোগের সহিত শোনার? ফলে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এই সুযোগে অতিরিক্ত কিছু আর্থিক ফায়দা লুটিয়া থাকেন। প্রাইভেট পড়িলেও অন্তত কিছু শেখা হইত-তাহাও গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত নয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক পরীক্ষা কোন কলেজ কেন্দ্রে কোন কোন কলেজের পরীক্ষা হইবে তাহার একটি তালিকা কর্তৃপক্ষ পাঠাইলেন। সর্বত্র প্রচার হইয়া গেল অমুক কলেজ এবারে ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র পায় নাই। ব্যস, সাদা ফ্লুইড দিয়া কেন্দ্রের নাম মুছিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ স্ব-স্ব কলেজেই কেন্দ্র বহাল করিলেন। ৯৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন কুমিল্লায় একদিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কয়েকটি কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করিলেন। এক কলেজ হইতে ৬ বস্তা নকল উদ্ধার হইল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাৎক্ষণিক ঘোষণা দিলেন যে, সামনের বছরের পরীক্ষার জন্য এই কেন্দ্র বাতিল করা হইল। জাতীয় পত্রিকাগুলি এই বাতিলের সহিত কলেজের অধ্যক্ষ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করিয়াছেন তাহা প্রচার করিল। কিন্তু ফল কী হইল? '৯৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও তো যথারীতি ঐ কলেজ কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হইল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবশ্যই চান পাবলিক পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত হউক। এমনিতেই অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পুরাতন পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। গণ-সচেতনতা সৃষ্টি, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নীতিবাক্য বর্ষণ, শিক্ষকবৃন্দকে দায়িত্বশীল হওয়ার উপদেশ-নির্দেশ সব বৃথা। তোমরা যে যাহা খুশি উপদেশ দাও ভাই আমার সন্তানের শিক্ষা বোর্ডের প্রথম বিভাগের এবং অধিক নম্বরের একটি নম্বরফর্দ চাই-ই চাই। বিদ্যার প্রয়োজন, ঐগুলি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আমলের ধারণা, এখন একেবারেই পরিত্যাজ্য। সুতরাং ৯টা হইতে ৫টা কলেজের ক্লাসে ছাত্রদের ধরিয়া রাখা যাইবে না। লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির জন্য ভিন্ন উপায় খুঁজিতে হইবে।

অধ্যক্ষ (অবঃ) এম,কে রাখা,
বাড়ী নং ৪, হাউজিং এষ্টেট,
সেকশন-২, কুমিল্লা-৩৫০০।